মহাজ্ঞানীর কেলেঙ্কারি উন্মোচন

বিজ্ঞান থ্রিলার

মহাজ্ঞানীর কেলেঙ্কারি উন্মোচন

মোহাম্মদ শাহ্ হাফেজ কবির

KOBI PROKASHANI

মহাজ্ঞানীর কেলেঙ্কারি উন্মোচন
মোহাম্মদ শাহ্ হাফেজ কবির

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Mohageyanir Kelenkari Unmochon by Mohammad Shah Hafez Kabir Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-99841-9-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার সহধর্মিণী
ইফ্‌ফাত বিনতে ফজল

লেখকের অন্যান্য বইসমূহ

- যদি গবেষণা করতে চাই (অন্বেষা প্রকাশন)
- একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কাজের আদ্যোপান্ত (অন্বেষা প্রকাশন)
- বিজ্ঞান কি পুরোপুরি গবেষণাপত্রের উপর নির্ভরশীল? (দ্বিমিক প্রকাশনী)
- সক্রেটাতেল ও প্লেটাতেলের সংলাপ (রোদেলা প্রকাশনী)
- ভূতধরা সংঘ ও অন্যান্য গল্প (কিশোর গল্প, অন্বেষা প্রকাশন)
- পজিট্রনিক রাজ্যে মানুষ (সায়েন্স ফিকশন, রোদেলা প্রকাশনী)
- খুদে বিজ্ঞানীদের অভিযান (কিশোর উপন্যাস, রোদেলা প্রকাশনী)

ভূমিকা

মৌলিক বিজ্ঞান ও গবেষণার ওপর ভিত্তি করে একটি থ্রিলার লেখার ইচ্ছা আজকে অনেক দিনের। বিশেষ করে গণিতের ওপর নির্ভর করে এমন অনেক উপন্যাস পৃথিবীজুড়ে বেশ জনপ্রিয়। তাদের মধ্যে আছে, *আঙ্কেল পেট্রোস অ্যান্ড গোল্ডবাচ'স কনজেকচ্যুরে (অঙ্কের হেঁয়ালি ও আমার মেজোকাকুর গল্প*, ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী দ্বারা রূপান্তরিত); *দ্য হাউসকিপার অ্যান্ড দ্য প্রফেসর; দ্য ফ্রাক্টাল মার্ডার; দ্য কিউরিয়াস ইনসিডেন্ট অব দ্য ডগ ইন দ্য নাইট-টাইম; ফার্মেটস ইনিগমা*সহ আরও অনেক ধরনের বই। এর মধ্যে কিছু কিছু বই পড়ার সময় আমার নিজেরও আগ্রহ হয় এমন ধরনের কিছু লিখি। যার জন্য অনলাইন থেকে শুরু করে বইয়ের দোকান, লাইব্রেরিতে খুঁজতে থাকি আইডিয়ার জন্য। মুভিও দেখি কিছু এই বিষয়ে, তবে কোনোভাবেই মৌলিক আইডিয়া তৈরি করতে পারছিলাম না। এই সময়টায় অন্যান্য বই লেখার কাজও চলছিল, ঠিক তখনই বিভিন্ন গবেষণাপত্র পড়ার মাঝে মাথায় এলো, গবেষণাপত্রে জালিয়াতি হয়েছে এমন একটা বিষয় নিয়ে উপন্যাস দাঁড় করালে কেমন হয়? গবেষণায় নিয়োজিত আছে এমন কিছু গবেষকই গোয়েন্দার মতো রহস্যের কিনারা করবে! কেননা তাদের এই অনুসন্ধিৎসু মন ছদ্ম-বিজ্ঞান ও আসল-বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করবে। সেই সাথে পাঠকও হয়ে উঠবে এমন ত্রুটি সন্ধানে একজন দক্ষ বিশ্লেষক, কারণ প্রত্যহ এমন ছদ্ম-বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি সর্বত্র।

ভাবনাটা আমার বন্ধু নাজিম ও ইমনের সাথে শেয়ার করি, তারাও উৎসাহ দেয় লেখাটা শুরু করার। নিয়মিত আপডেট নিয়ে তারা শুধু উপন্যাসটার গতিই পরিবর্তন করেনি, শেষ করতেও তাগাদা দিয়েছে। তাই এই দুইজনের কাছে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। মঞ্জু ভাই, সোহেল, অর্ক, হাসান, অজয়সহ আরও অনেকের সাথে বিভিন্ন সময়ে গবেষণায় জালিয়াতি বিষয়ে তথ্য চেয়ে ফিরতে হয়নি বলে তাদেরকেও ধন্যবাদ।

বিজ্ঞান ও গবেষণাধর্মী থ্রিলার উপন্যাস হয়তো বাংলাদেশে এই প্রথম। এটা বলছি, কারণ সায়েন্স ফিকশনে সাধারণত দূরবর্তী সময়ের গল্প বলা হয়, আর অনেক ক্ষেত্রে ফ্যান্টাসি গল্পকেও এই তকমা দেওয়া হয়। বর্তমান এই উপন্যাস এমন সকল ধরনের সাহিত্যের থেকে ভিন্ন। তার উপর খাটি গবেষণানির্ভর হওয়ার কারণে অনেকের কাছে বুঝতে কিছুটা কষ্টকরও হতে পারে। তবে আমার চেষ্টা ছিল যতটুকু সম্ভব উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করার সময় সর্বজনীন ব্যাখ্যা দেওয়া। আমি এই বইয়ের পাঠককে বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ভাবতে আগ্রহী নয়, তাই প্রতিটি ব্যবহৃত পরিভাষার বর্ণনা দিয়ে তাদেরকে বিরক্ত করতে চাইনি। তবুও কোনো কিছু বুঝতে না পারলে, অনলাইন ও অফলাইন লাইব্রেরির সাহায্য নিতে আহ্বান জানাব। বাংলাতে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে 'জ্ঞানের পথে কালিতে অনুসন্ধান সিরিজের' বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও মৌলিক গবেষণার বই প্রকাশনার পরিকল্পনা আছে।

এই উপন্যাসের সকল চরিত্র কাল্পনিক, তাই বাস্তবে কোনো ব্যক্তি কিংবা ঘটনার সাথে মিল খুঁজে পেলে, তা কাকতালীয় বলেই ধরে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করছি। বিজ্ঞান থ্রিলার লেখার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা। পাঠকরা যদি এই বই সাদরে গ্রহণ করে, তাহলে ভবিষ্যতে এমন আরও গল্প ও উপন্যাস লেখার আগ্রহ পাব।

ড. মোহাম্মদ শাহ্ হাফেজ কবির
মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র
mdshkofficial@gmail.com

পর্ব ১
একটি গবেষণাপত্র

অদিতের প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা বানিয়ে বিস্কুট খেতে খেতে নতুন কিছু রিসার্চ পেপার পড়ার অভ্যাস। যেহেতু সে আজ প্রায় ছয় বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ করে বর্তমানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছে, তাই তার এই গবেষণাপত্র পড়ার ক্ষেত্রে বিগত এবং বর্তমানের সকল বিষয়ের সাম্প্রতিক পাবলিকেশন্সের দিকে ঝোঁক আছে। ডেট্রয়েটে তার এই স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে সে একাই থাকে, তার ডিপার্টমেন্ট বাসা থেকে পঞ্চাশ মিনিট দূরে হলেও সমস্যা নেই, কেননা তার কেবল একদিন ল্যাবে গেলেও হয়। তিন বছর ল্যাবে কাজ করে যে পরিমাণ ডাটা সে জমা করেছে, তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়েই তার পিএইচডি ডিসারটেশন হয়ে যাবে। তাই আগামী দেড় বছর সে কেবল তার কাজের ওপর ভিত্তি করে ভালো ভালো কিছু গবেষণাপত্র লিখলেই হবে, শুধু বুধবার একদিন প্রফেসরের কাছে গিয়ে সপ্তাহের লেখার অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করলেই হয়ে যায়, সেই সাথে জুনিয়র ল্যাবমেটদের সাথে হালকা আড্ডা ও নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েই দিনটা শেষ করে। ঘরকুনো অদিতের তাই সপ্তাহের ছয় দিনই কাটে বাসায় থেকে কম্পিউটারের সামনে কিংবা বই পড়ে। আরেকটা বিষয়েও তার খুবই আগ্রহ, রান্না করা। নিজে রান্না করে করে খায়, অন্যদেরও মাঝে মাঝে দাওয়াত করে খাওয়ায়। আর সপ্তাহান্তের শনিবারে হালকা আড্ডা দেয় দেশ-বিদেশের বন্ধুদের সাথে।

আজকেও সে নতুন নতুন পেপারের সন্ধানে গুগল স্কলারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ নোটিফিকেশন এলো যে, তার একটা পুরনো গবেষণাপত্র আজকে নতুন করে সাইট করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রটি প্রচুর সাইটেশন পায়, আজকে তিরিশ পূর্ণ হলো। নতুন সাইট করা পেপারটা খুলল সে। প্রথমেই স্ক্রোল করে দেখা তার স্বভাব, টেবল ও ফিগারগুলো কেমন করে প্রেজেন্ট করেছে, কোন সফটওয়্যার দিয়ে কিংবা কী কী স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এইগুলো সে একনজরে দেখে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, এরপর পেপারটা পড়া শুরু করে। অরিজিনাল রিসার্চ আর্টিকেল হিসেবে সে দেখা শুরু করে এই পেপারের মধ্যখানে এসে অনেক বড় একটা টেবল দেখল! সাধারণত এমন আর্টিকেলে ছোট টেবল থাকে এবং খুবই সংক্ষিপ্ত গ্রাফ থাকে ডাটা প্রকাশের জন্য, কেননা একই ধরনের কাজ সে নিজেই অনেকবার লিখেছে ও প্রকাশও করেছে। তাই আবার ওপরে অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়ে দেখল। না, সত্যি তো এটা অরিজিনাল রিসার্চের কাজ বলছে। কিন্তু তার কিছু খটকা লাগল! অদিত এবার সরাসরি প্রসেডিউর পড়া শুরু করল। খুব সুন্দর করে গবেষণা কাজটির বর্ণনা সেখানে দেওয়া হয়েছে। পড়তে পড়তে যখন সে মূল অংশে এলো, তখন তার কিছু বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হলো। এও কি সম্ভব!

অদিত তার বন্ধু নাফিসকে তাড়াতাড়ি কল করল। সে ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস বোস্টনে পিএইচডি করছে ন্যানোমেডিসিন নিয়ে। নাফিসের কোনো পাত্তা না পেয়ে অদিত তার পুরনো ডকুমেন্ট ঘেঁটে দেখতে লাগল অনলাইন স্টোরেজে, নাফিস হয়তো কোনো কাজে ব্যস্ত আছে, ফ্রি হলেই তাকে কল ব্যাক করবে। অদিতের কাছে আজও তার ছয় বছর আগে করা কাজের ডকুমেন্টগুলো সংরক্ষণ করা আছে। কখন যে কোন ডকুমেন্ট কাজে লাগে, বলা যায় না। সে এই প্রতিটি ডকুমেন্ট অনলাইন ও হার্ডড্রাইভে করে মোট পাঁচ জায়গায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে রেখেছে, হারানো একেবারে সম্ভব, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হচ্ছে!

খুঁজতে খুঁজতে সে যেই কাজের ল্যাববুক খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল। সম্প্রতি প্রকাশিত পেপারটা নিয়ে যে দুর্ভাবনা তার হয়েছিল, মনে হচ্ছে তা আসলে সত্যিও হতে পারে। কিন্তু নাফিসের সাথে কথা না বলে কোনো সিদ্ধান্ত সে নিতে পারছে না, কেননা নাফিসও এই গবেষণা কাজের সঙ্গী ছিল। তার সাথে এই উদ্বেগ নিয়ে কথা বললে হয়তো কোনো একটা ব্যবস্থা তারা নিতে পারবে, বা যারা নেবে তাদেরকে এই সমস্যাটার কথা বলবে।

একটা ফোল্ডার তৈরি করে সে তার সংগৃহীত সব প্রমাণ একত্রিত করতে লাগল।

অদিতের নিজের গবেষণা কাজে কিছু গ্রাফ করতে হবে এই সপ্তাহের মধ্যে একটা কনফারেন্সে পাঠানোর জন্য, কিন্তু তার আজকে মন বসছে না কাজে। পুরো পেপারটা পড়ে সে অনেক অসংগতি ইতোমধ্যে চিহ্নিত করেছে। পেপারটা প্রিন্ট করে সে ওই অসংগতিগুলো মার্কার দিয়ে চিহ্নিত করে পাশে তার নিজের ভাবনাগুলো লিখে রেখেছে। নাফিসের সাথে কথা বলার সময় কোনো কিছুই তার মাথা থেকে ছুটে যাবে না। বারোটার একটু পরেই অবশেষে নাফিস ফোন করল।

'কী অবস্থা তোর? ফোন দিছিলি?'

'তুই ফ্রি হবি কখন? একটা বিষয়ে আলাপ করতে হবে। তোকে কিছু দেখাব।'

'এইমাত্র টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ শেষ করলাম। তিনটা থেকে একটা এক্সপেরিমেন্টের কাজ শুরু করব। তাই এখন থেকে ফ্রি আছি। আমি ডরমেটরিতে গিয়ে কিছু খেয়ে তোকে কল দিচ্ছি। এখন রাখি,' বলে নাফিস রেখে দিল। অদিতের আজকে কিছু রান্না করতে আর ইচ্ছা হলো না, সে 'সাই থাই' থেকে অর্ডার দিয়ে দিল ফ্রাইড রাইস ও স্প্রিং রোলের।

একটা পনেরোতে যখন নাফিস তাকে কল দিল আবার, তখন অদিত খাবারগুলো খাচ্ছিল। কলটা ক্যান্সেল করে দিয়ে সে ফেসবুকে ভিডিও কল দিল।

'কিরে এফবিতে ভিডিও কল দিলি, কিছু হয়েছে?'

'তোকে একটা লিংক পাঠাইছি, খুলে দেখ।'

'খুললাম। এটা তো একটা আর্টিকেল। ওকে, টিএ-এর এক্সপেরিমেন্ট করছে তারা। লেখকদের অনেককেই চিনি আমরা। এরা তো বেশির ভাগ শিক্ষক, শুধু মেইন অথরকে চিনি না। লম্বা পেপার। অনেকগুলা স্যাম্পল নিয়ে কাজ করছে তারা। অনেক বড় কাজ, আমি এর আগে এত বড় কাজ করতে দেখছিলাম ছয় বছর আগে। মনে আছে আমরা একটা পেপার নিয়ে খুব আলোচনা করতাম, ঠিক ওইটার মতোই। কিন্তু এখানে কাজ তো আরও বেশি মনে হচ্ছে। ওই পেপারটার অনেক লেখক এই পেপারেও আছে।'

'ঠিক বলেছিস। কিন্তু কোনো অসংগতি কি তোর চোখে ধরা পড়ছে না?'

‘কেমন? আমি তো দেখছি তারা ঠিকমতো সব প্রসেডিউর ফলো করেছে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল আনালাইসিসগুলোও ঠিকমতো মার্জিনের মধ্যে আছে। জার্নালটাও কিন্তু বেশ ভালো আছে। যদিও ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর এখনও পায় নাই, কিন্তু দুই বছরের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাবে ভালো পাবলিকেশন করতে থাকলে।’

‘সেটাই তো সমস্যা! ওরা কাদেরকে দিয়ে রিভিউ করিয়েছে জানতে পারলে ভালো হতো। ব্যাটা কনফার্ম ভুয়া, নিজে হয়তো কখনো এই এক্সপেরিমেন্ট করেনি, কিন্তু না জেনে রিভিউ করে দিয়েছে।’

‘কেন বলছিস এই কথা? ভেঙে বল ব্যাপারটা।’

‘তোর মনে আছে আমরা যেদিন পাঁচটা স্যাম্পল নিয়ে বারোজন ভলান্টিয়ারের সাহায্যে এই এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলাম, ওইদিন তুই কী বলেছিলি?’

‘খুব পেইন খাইছিলাম ওইদিন। মনে করছিলাম পাঁচ-ছয় ঘণ্টায় কাজটা শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু আমাদের টানা দশ ঘণ্টা লাগছিল, তাও ছয়জন কাজ করে। আমরা শুধু দুইজন ওই একই কাজ করতে গেলে ওইদিন আর ঘুমাতে পারতাম না, সারা রাতও কাজ করতে হতো!’

‘চিন্তা করে দেখ, আমাদের ছয়জন মিলে মাত্র পাঁচটা স্যাম্পলের ৭২টা ডাটার জন্য কাজ করতে কী পরিমাণ সময় ব্যয় হইছিল, আর এই পেপারে বিয়াল্লিশটা স্যাম্পল দিয়ে চল্লিশজন ভলান্টিয়ারের সাহায্য নিয়ে কাজ করেছে ক্লেইম করতেছে। এটা কি অদ্ভুত না?’

‘তাই তো দেখতেছি। ওদের স্যাম্পল ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা আমাদের থেকে অনেক গুণ বেশি, প্রায় ১৭০০-এর মতো ডাটার জন্য কাজ করছে একই দিনে। আর তুই এসআই দেখেছিস, এক্সপেরিমেন্ট পরিচালনা করছিল মাত্র দুইজন, তার ওপর ওই দ্বিতীয়জনের নামই নেই পেপারটার অথর লিস্টে।’

‘তারা যেটা ক্লেইম করতেছে পেপারে, সেটা একেবারে অসম্ভব। প্রসেডিউর ঠিকমতো ব্যবহার করলে তারা এই কাজ দশ দিনেও শেষ করতে পারবে না দুইজনে মিলে, কিন্তু তারা একদিনেই ওই কাজ শেষ করে ফেলল। এটা হাস্যকর না!’

‘এই কাজ তারা করছে কি না এখন আমার সন্দেহ। এমন ভুল কেবলমাত্র যে এই এক্সপেরিমেন্ট করেনি, সেই করতে পারে।’

'যে এক্সপেরিমেন্ট ১০-১২ জনের ওপর করলেই সব জার্নাল তা মেনে নেবে, সেই কাজ তাদের কেন ৪০ জনের ওপর করতে হলো? ইথিক্যালি এতগুলো ভলান্টিয়ারের সাহায্য নেওয়া তো অযথা', অদিত বলল।

'আমার আরেকটা বিষয়ে খুব রাগ হচ্ছে, যেইসব শিক্ষক এই পেপারে তাদের নাম যুক্ত করেছে, তারা কি আদো এই পেপারটা পড়েছিল? আমার তো এখন ওই ছয় বছর আগের পেপারটা নিয়েও সন্দেহ তৈরি হচ্ছে, তারাও কি আসলে ওই এক্সপেরিমেন্টটা ল্যাবে করছিল!' নাফিস বেশ জোরে কথাটা বলল।

'আমরা প্রতিটা ধাপ কত শ্রদ্ধার সাথে ও কোনো আপস না করে কষ্ট করে কাজগুলো করেছিলাম এবং ভালো জায়গায় প্রকাশও করেছি। কিন্তু আমাদের ভাবনায় যারা লিজেন্ড ছিল, তাদের এক একজনকে মনে হচ্ছে চোর।'

'আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এই পানু ছেলেটা কে? পানু কি আসল দোষী, নাকি ওই শিক্ষকগুলো? যারা গবেষণাপত্র না পড়ে ও যাচাই না করে নিজের নাম যুক্ত করে প্রকাশনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। এটার উত্তরও খুঁজতে হবে আমাদেরকে। কারণ এমন প্র্যাকটিস তাদের থেকে কাম্য নয়।'

'আমি পানু সাহেবের এফিলিয়েশন থেকে তার বর্তমান কাজের জায়গার ঠিকানা পেয়েছি। উনি ওজার্ক ল্যাবে কাজ করে। আর ওজার্ক ল্যাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কে?'

'ইমরান।'

পর্ব ২
কেঁচো খুঁড়তে কেউটের সন্ধান

ইমরান তাদের সাথেই পড়েছে, এখন একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। মাসে একবার দুইবার ওদের মধ্যে ভিডিও কলে কথাবার্তা হয়। অদিত ও নাফিস ঠিক করল এখন যেহেতু বাংলাদেশে রাত ১১.৪০টার মতো বাজে, চেষ্টা করে দেখা যাক ইমরানকে পাওয়া যায় কি না। অদিত ইমরানকে কলে যুক্ত করে নিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ইমরান ফোন ধরল, কিন্তু হয়তো কোনো অনুষ্ঠানে আছে বলে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তাই তাদেরকে কেটে দিতে হলো। মেসেজ পেল দশ মিনিট পর সে যুক্ত হবে তাদের সাথে। তাই বন্ধুদ্বয় তাদের বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করতে করতে পানু সাহেবের সকল অনলাইন পোস্ট ও অ্যাকাউন্ট খুঁজে বেড়াতে লাগল এবং তারা আবিষ্কার করল, এই পানু সাহেব অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সরব। নিজেকে রীতিমতো গবেষক বলে দাবি করে এবং নানা পডকাস্ট ও ইন্টারভিউ দিয়ে বেড়ায়। বন্ধুদ্বয় বেশ ধোঁকায় পড়ে যায় এই মানুষ নিয়ে, এমন কিছু মানুষও এই পানু সাহেবকে নিয়ে পোস্ট দিয়েছে, যারা দেশে বেশ জনপ্রিয় ও বিশেষজ্ঞ। তাদের কি আসলে ভুল হচ্ছে কোনোভাবে!

কিছুক্ষণ পরেই ইমরান তাদের সাথে কলে যুক্ত হয়ে তাদের খোঁজখবর নিল।

'আমরা ভালো আছি। তোর কাছে একটা ইনফরমেশনের জন্য কল দিলাম এত রাতে। তুই কি মি. পানু আহমেদকে চিনিস?' অদিত জিজ্ঞেস করল।

‘চিনি মানে, সে তো আমাদের কোম্পানির স্টার হয়ে যাচ্ছে। খুবই জ্ঞানী মানুষ সে। অনেক কিছুই করে। গত বছর যে বিবিএস পরীক্ষার রেজাল্ট দিল, সে ওই চাকরিতে না গিয়ে আমাদের কোম্পানিতে থেকে গেল। সাচ আ নাইস পারসন।’ ইমরান প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।

‘বুঝলাম। কিন্তু তার বিষয়ে কি অন্য কোনো কিছু খারাপ শুনেছিস?’ প্রশ্নটা নাফিস করল।

‘আরও কিছু করেছে নাকি? অর্পা তোদের বলে দিয়েছে!’

‘কী বলে দিয়েছে?’

‘RGB-এর রেজাল্ট নিয়ে ও যা দেখেছে?’

‘কী দেখেছে? আমাদেরকে খুলে বল।’

‘অর্পা যদি তোদেরকে কিছুই না বলে, তাহলে তোদের কনসার্নটা কী?’

‘আমাদের ব্যাপারটা পরে বলব, আগে তোরটা বল।’

‘ওইদিন হঠাৎ অর্পা এসে বলল, সে নাকি পানু সাহেবের সাথে কথা বলতে গিয়েছিল কিছুদিন আগে ইএলটিসির এক্সাম রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে কিছু ডাউট দূর করতে, যেহেতু ইএলটিসি এক্সামে পানু সাহেব অনেক ভালো রেজাল্ট করেছিল। পানু সাহেব তাকে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার সাথে সাথে তার নিজের ইএলটিসির রেজাল্টও দেখিয়েছে। অর্পা পরে এক্সাম দিয়ে যখন রেজাল্ট পায়, সে মোটামুটি স্কোর তোলে। কিন্তু সে আমাকে এসে যেটা বলে সেটা হচ্ছে, পানু সাহেব তাকে যে ইএলটিসি রেজাল্ট দেখিয়েছিল, তার ডকুমেন্ট ফরম্যাটের সাথে অর্পার নিজের ডকুমেন্টের সাথে অনেক অমিল। আমি ওকে বলেছিলাম, হয়তো ডকুমেন্ট পরিবর্তন হয়েছে কিংবা স্ক্যান করার সময় ঠিকমতো হয়নি। কিন্তু ও বলল, পানু সাহেব যে ডকুমেন্টটা তাকে দেখিয়েছে, ছয় মাস আগে ওইরকম ডকুমেন্টের ফরম্যাটেই রেজাল্ট দিত। এখন প্রশ্ন হলো, তিন মাস আগে ইএলটিসির এক্সাম দিয়ে পানু সাহেব কেমন করে ছয় মাস আগের ফরম্যাটে রেজাল্ট পাবে। ইএলটিসি একটি বিশ্ববিখ্যাত সংস্থা, তারা কি এই ভুল করবে কখনো?’

‘ঠিকই তো বলেছে অর্পা। আমরাও ইএলটিসি দিয়েছি, সবার ডকুমেন্টও একই ছিল আমরা যারা একসাথে এক্সাম দিয়েছিলাম। অর্পা আর কিছু বলেছিল?’

‘ও সন্দেহ করছে, পানু সাহেব আসলে ইএলটিসি এক্সামের রেজাল্ট নিয়ে জালিয়াতি করেছে।’

‘ওর কেন এমন মনে হয়েছে, শুধু যেটা বললি ওইটাই, নাকি আরও আছে?’ অদিত জিজ্ঞেস করে।

‘অর্পার আরেকটা সন্দেহ ছিল, সে যখন পানু সাহেবকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিল, অনেক উত্তর তিনি গুগলে সার্চ করে করে উত্তর দিচ্ছিলেন, কিন্তু যার এক্সাম দেওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, তার এমনটা হওয়ার কথা না। তার উপর অর্পা যে সেন্টারে প্রিপারেশন ও এক্সাম দিয়েছে, পানু সাহেব সবকিছুতেই ভিন্ন সেন্টারের অভিজ্ঞতা বলেছে। অর্পার তখন মনে হচ্ছিল, আসলে পানু সাহেব ধূর্ততার সাথে উত্তর দিচ্ছিলেন, অভিজ্ঞতার আলোকে না। আর সবকিছুর সাথে এমন এমন মানুষের কথাও বলছিলেন, যাদেরকে অর্পা চেনে না। অর্পা শুধু শুনেই গিয়েছিল মুগ্ধতার সাথে। কিন্তু পরবর্তীতে তার মনে হয়েছে পুরো কথাবার্তায় তার কোনো সুবিধা হয় নাই, বরং পানু সাহেব কত ওসাম সেটাই সে জেনেছে!’

‘এই লোক তো মনে হচ্ছে মোটিভেশনাল স্পিকার প্লাস ভণ্ড।’

‘এখন বল, তোরা কীসের জন্য এইসব জানতে চাচ্ছিস? তোদের সাথে কি কিছু করেছে?’ ইমরানের প্রশ্ন।

‘আমরা মনে হয় তার আরেকটা জালিয়াতি শনাক্ত করেছি।’ অদিত বলল।

‘কী সেটা? সে শুনলাম RGB এক্সামও দিয়েছে, ওইটাতেও জালিয়াতি করেছে?’

‘সেটা জানি না, তবে গবেষণায় জালিয়াতি করেছে সম্ভবত।’

‘আজকেই তো উনি একটা বিখ্যাত জার্নালে ফার্স্ট অথর হিসেবে পেপার পাবলিশ করেছে লিখে পোস্ট দিয়েছে। আমি নিজেও তাকে কনগ্রাচুলেট জানালাম।’

‘জি, সেটাই।’

‘তোরা কনফার্ম! কীভাবে জানলি?’

‘তোর তো গবেষণায় খুব একটা আগ্রহ ছিল না, আর আমরা যে কাজগুলো করেছিলাম, তুই আমাদের সাথেও ছিলি না। তবে তোর মনে থাকার কথা আমরা অনেকেই মানুষের রক্ত নিয়ে টিএ ইফেক্টের জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করতাম, আমরা ভাবতেছি উনি ওই এক্সপেরিমেন্ট হয়তো করে নাই, কিংবা করলেও যে স্যাম্পল দিয়ে করছে বলতেছে, সেটা উনি এক্সাচুরেটেট করতেছে।’ অদিত সহজ করেই ব্যাপারটা বলল। কীভাবে

তারা বুঝছে যে পানু সাহেব এই জালিয়াতি সুডো-সায়েন্সের কাজটা করে পাবলিকেশনের কাজটা করল, সেটাও সে বুঝিয়ে দিল। সেই সাথে ওই গবেষণাপত্রে অন্য যারা যুক্ত ছিল, তাদের সমালোচনা করতেও ভুলল না।

'বুঝলাম তোরা সন্দেহ করতেছিস। কিন্তু আমি এখন কী করব। উনাকে ডেকে ডাইরেক্ট তো এই কথা জিজ্ঞেস করা যাবে না।'

'না, আমরা সেটা করতে বলতেছি না। তুই উনাকে তার ইএলটিসি এক্সামের রেজাল্টের ডকুমেন্টটা দিতে বল, কোনো একটা কারণ দেখিয়ে, যেমন বিদেশে কনফারেন্সে পাঠাবি অথবা অন্য কিছু। প্রথমে চেক করে দেখতে হবে ওই ইএলটিসি ডকুমেন্টটা নকল নাকি।'

'বুঝছি, আই কেন ডু দেট।' আরও কিছু হালকা কথা বলে ইমরান রেখে দিল। অদিত-নাফিসেরও অন্য কাজ আছে, তাই আজকের মতো তারা রেখে দিচ্ছে। কিন্তু তারা শপথ নিল, এই জালিয়াতের শেষ তারা দেখে যাবে। একে তো এই মহাজালিয়াত মানুষের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে, অতঃপর জার্নাল এডিটরকে যথাযথ ব্যাখ্যা হাজির করে, ওই ভুয়া গবেষণাপত্রকে প্রত্যাহার করাতে হবে জার্নালের ওয়েবসাইট ও ইন্ডেক্সিং সাইটগুলো থেকে। গবেষণার ইকোসিস্টেমে বানানো ও নকল ডাটার উপস্থিতি অনেকভাবেই আসল গবেষণা কাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই তার মূলসহ উপড়ে ফেলা আবশ্যক।

পর্ব ৩
অনলাইন একটি ফাঁদ

অদিত কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের ইনভেস্টিগেশনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। তার প্রধান উৎস হচ্ছে অনলাইনের বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট, যেখানে পানু সাহেবের পদচারণ আছে। ইতোমধ্যে সে অনেক তথ্য পেয়ে গেছে বিভিন্ন পোস্ট ও কমেন্ট পড়ে। সেই সাথে সে তার আরও কিছু বন্ধু ও ভাই-ব্রাদার নিয়ে মেসেঞ্জার গ্রুপ খুলেছে, যেখানে সবাই পানু সাহেবের সব জালিয়াতি নিয়ে আলোচনা করে। গ্রুপের সবাই যেহেতু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণায় আগ্রহী, সবার কাছে পানু সাহেব টার্গেট হয়ে পড়েছে। তার মধ্যে আবার আনিস ও কিবরিয়া পানু সাহেবকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে, তাই তারা যখন তার ভণ্ডামি বিষয়ে জানতে পারল, তাদের রীতিমতো প্রচণ্ড রাগ হলো। কেননা, তারা যখন তাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে আসছিল, তখন পানু সাহেব তাদের রীতিমতো হেয় করেছিল কম র‍্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি বলে! পানু সাহেব হার্ভার্ড, এমআইটি, ক্যালটেক ছাড়া কথাই বলতেন না। তিনি এমনও বলেছিলেন যে, পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সুযোগ পেয়েও তিনি যাননি, কারণ তার লক্ষ্য আইভি লীগের ইউনিভার্সিটি। এইসব আলাপ যখন পানু সাহেব আনিস ও কিবরিয়ার সামনে করতেন, তখন তাদের নিজেদের কতই না ক্ষুদ্র মনে হতো, তবে আজ তারা বুঝছে ওইসব কথাবার্তা ছিল একেবারে *ব্যারন মুনচাউসেনের* গুলের মতো। তার ওপর কিবরিয়ার ছোট

ভাই ও আরও অনেকের থেকে আরজিবি কোর্সের ফি নিয়েও তাদেরকে এই জালিয়াত ঠিকমতো কোর্স শেষ করায়নি, যা একটু সময় দিয়েছে, তাতেও তার নিজের গল্প (ভুয়া মোটিভেশন) শুনিয়ে সময়ক্ষেপণ করেছে। তাই তারা সবাই পানুর পতন দেখতে চায়।

অদিত মাঝে মাঝে চেক করে তাদের ওই মেসেঞ্জার গ্রুপ এবং অনেক তথ্য পেয়ে সেটা চেক করে নেয়। যেমন, পানু সাহেব বলে বেড়ায় সে বিবিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু সে ইমরানদের কোম্পানিকে পছন্দ করে বলে সে সেখানেই থেকে গেছে। মানুষের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে বিবিএস-এর মতো একটি অধিক সুবিধার সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়েও পানু সাহেব সেখানে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেনি, কেমন নির্লিপ্ত তিনি কিংবা খামখেয়ালি। অথচ বিবিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া লিস্টের মধ্যে তার নাম নেই, উপরন্তু তার রোল নম্বর এমন একজনের সাথে মিলে যাচ্ছে, যে নিজেও উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বহাল তবিয়তে চাকরি করছে। এই ঘটনার উল্লেখ কেবলমাত্র একটা স্ক্রিন-শট থেকে পেয়েছে, মূল পোস্টটি ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে পানু সাহেবের অনেক ফলোয়ার তৈরি হয়েছিল, যখন তিনি ঘোষণা দেন যে তাকে রাস্কিন কলেজ, অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড থেকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার অ্যাকাডেমিক অ্যাকসিলেন্সি ও গবেষণায় উদ্যমী ভূমিকা রাখার জন্য। এমনকি সে সেই সময়ে তার ওই নিমন্ত্রণপত্রও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে পোস্ট করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে এক্সপার্টরা তা দেখে এবং যারা রাস্কিন কলেজে পড়ে, তারা খোঁজখবর নিয়ে দেখে এমন কোনো প্রোগ্রামের আয়োজন আদো রাস্কিন কলেজ কর্তৃপক্ষ করে না, তারা স্কলারশিপ দেয়, তাও যথাযথ নিয়ম মেনে। এইসব কন্ট্রোভারসি হওয়ার পর পানু সাহেব তার পোস্ট ডিলিট করে দেয়, এবং তার সাথে কেউ প্রাঙ্ক করেছে বলে পোস্ট দেয়। ব্যাপারটা কি প্রাঙ্ক ছিল নাকি ইচ্ছাকৃত ছিল, তার সুরাহা হয়নি। তবে তার অ্যাকাডেমিক অ্যাকসিলেন্সি ও অনেক গবেষণার কাজ করছে এমন ধারণা অনেক ইয়াং ছেলেমেয়েদের হয়, যার কারণে তার ফলোয়ার সংখ্যা তিন হাজার পেরিয়ে যায়। তারপর থেকে উনি গবেষণা বিষয়ে আলোচনা করে, পোস্ট দেয়, মানুষরা তাকে নিয়ে পোস্ট দেয় 'অনুপ্রাণিত ভাই' কিংবা 'আলোকিত মানুষ' কিংবা 'বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি লিখে!

অদিত হাসল এইসব বিভিন্ন পোস্ট দেখে। তবে তার ব্যঙ্গাত্মক হাসি আরও প্রশস্ত হলো, যখন সে ওইসব পোস্টের মধ্যে কিছু কিছুতে ভিন্ন ধরনের কিছু কমেন্ট পড়ল। এইসব কমেন্ট হচ্ছে পানু সাহেব দ্বারা প্রতারিত কিংবা তার পরিচিত মানুষ। এরা বিভিন্নভাবে পানু সাহেবের আসল চেহারার কথা বলার চেষ্টা করেছে। সংখ্যাগুলো খুবই কম, বুঝা যাচ্ছে তার মধ্যে অনেকগুলো কমেন্ট মুছে দেওয়া হয়েছে। অদিত সেই কমেন্টগুলো পড়তে লাগল, সাথে সাথে তাদের প্রোফাইল থেকে তাদের সম্বন্ধেও জানতে লাগল। কেননা অদিত একেবারে যাচাই-বাছাই না করে কোনো তথ্যের ওপর বিশ্বাস করে না। এমনও তো হতে পারে, যারা পানু সাহেবের বিষয়ে খারাপ কথা বলছে, তারা আসলে ফেক মানুষ। কিন্তু অদিত আবিষ্কার করল, আসলে এইসব মানুষই আসল প্রোফাইল থেকে বলছে, এমনকি তারা পানু সাহেবের পূর্বতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র। অর্থাৎ তারা কোনো না কোনোভাবে পানু সাহেবের সাথে যুক্ত ছিল, তাই তো তারা এই জালিয়াতকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে!

অদিত ওই কমেন্টগুলো পড়ে যেটা বুঝতে পারল তা হচ্ছে, পানু সাহেব মোটামুটি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ভালো স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়ালেখা সম্পূর্ণ করেছে। কিন্তু তার প্রচণ্ড মিথ্যা কথা বলার রোগ আছে, সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে এবং শ্রোতাকে কনভিন্স করার তার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। যার কারণে তার সাথে কেউ কথা বলতে গেলে সে সবসময় ডমিনেট করে, এমনকি কথাও বলার সুযোগ দেয় না। সর্বদা নানা বিখ্যাত ও প্রভাবশালী মানুষের সাথে তার সংযোগের কথা উল্লেখ করে, যার সম্বন্ধে হয়তো শ্রোতা জানে না কিংবা ওই মানুষের কাছে পৌঁছানোর সামর্থ্য নেই, এই সুযোগটা পানু সাহেব নিয়ে তার শ্রোতাকে মনে করায় তারা ক্ষুদ্র এবং সে বড় ও অসাধারণ মানব। যার ফলে পানু সাহেব তাদেরকে যা কিছু করতে বলে, তারা তাই করে। কিন্তু কিছু সময় পর তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে সে অন্য কোনো কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কথার মারপ্যাঁচে ভিক্টিমরা যেহেতু পদক্ষেপ নিয়ে নেয় নিজেরাই, তাই ক্ষতির পুরো ভাগ তাদেরকেই বয়ে নিতে হয় মুখবুজে, নীরবে কষ্ট করে। তাই তাকে তারা ঘৃণা করে মন থেকে।